দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 DEC 2017 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩১ ... কলাম ... ৫ .....

প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ

ড. মো. রওশন আলম

শরীরের মাঝে আমাদের অনেক ব্যাধিরই জন্ম হয়। কখনো কখনো সেগুলো জীবনঘাতীও হয়। যেমন ক্যান্সার। ক্যান্সারাস সেলগুলো শরীরের ভালো সেলগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে। একসময় ভালো সেলগুলো ক্যান্সারাস সেলগুলোর কাছে পরাজিত হয়। একসময় ক্যান্সারাস সেলগুলোই শরীরের উপরে পূর্ণ দখল নিয়ে নেয়। শরীর ততক্ষণে আর সেই শরীর থাকে না। মৃত্যুর কাছে শরীর ধরা দিতে বাধ্য হয়। আবার এমন কিছু ব্যাধিও আছে যেগুলো মানুষের ব্রেইনে সরাসরি আঘাত করে থাকে। ব্রেইন সেলগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে। সেই ব্যাধিগুলোর কারণে মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। যেমন: আলঝেইমার ও হান্টিংটন। দুটিই নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার। আলঝেইমার হলে মানুষ তার স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেন। আলঝেইমার ডিজিজ যখন চরমে পৌঁছায়, তখন প্যাসেনট কেবল তাকিয়েই থাকতে পারেন, কিছুই তিনি আর নিজে নিজে করতে পারেন না। এমনকি তিনি জীবিত নাকি মৃত, তা বুঝার চিন্তাশক্তিও তিনি একরকম হারিয়েই ফেলেন। তাকে পরিচর্যার জন্য তাই সার্বক্ষণিক মানুষের উপস্থিতি আবশ্যক। মৃত্যুর আগে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগেন ছিলেন চরমে পৌঁছা একজন আলঝেইমার প্যাশেন্ট। আবার একজন মানুষ যখন হান্টিংটন ডিজিজে আক্রান্ত হন, তখন তার নিজের শরীরের উপর তিনি আর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারেন না। স্বাভাবিক চিন্তা করার সক্ষমতাও তিনি দিনকে দিন হারিয়ে ফেলেন। এর মূল কারণ হচ্ছে, এই রোগটিও আঘাত হানে সরাসরি মানুষের ব্রেইনে। যদিও দেহের ক্রোমোজোম ফোরের একটি ডিফেক্ট থেকে হান্টিংটন রোগের সৃষ্টি হয়। তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে, ব্রেইন ডিফেক্ট দেখা দিলে মানুষের বেঁচে থাকা আর না থাকা একরকম প্রায় সমান হয়ে যায়।

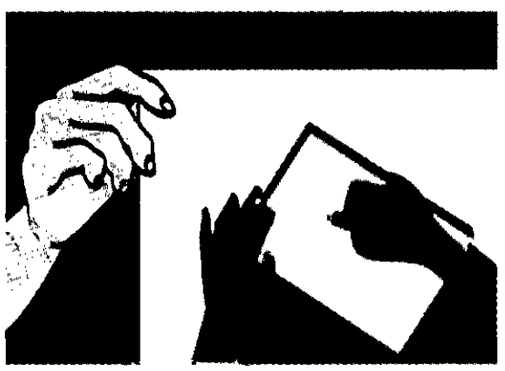

দেহের বা ব্রেইনের ব্যাধির মতো আমাদের সমাজেও নানান সামাজিক ব্যাধি আছে। যেমন- ঘুষ নেওয়া-দেওয়া, খাদ্যে ভেজাল, তদবির, চাকরির জন্য তদবির, মামা-খালুর বড় হাত, নানান সময়ে দুষ্ট চক্রের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে টাকা হরিলুট হয়ে যাওয়া, মানুষের ইনভেস্টমেন্টের টাকা কু-চক্রের মাধ্যমে শেয়ার মার্কেট থেকে উধাও হওয়া, ইত্যাদি। এরূপ সামাজিক ব্যাধি এখন আর নতুন নয়, বরং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা ঢুকে গেছে। তবে এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটি নতুন সামাজিক ব্যাধি। যার নাম-প্রশ্নপত্র ফাঁস। যেভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা দিনকে-দিন বেড়েই চলেছে, তাতে আমাদের স্কুল-কলেজগামী কোমলমতি ছেলেমেয়েরা যেন একটি লংটার্ম ব্রেইন ডিফেক্ট সমাজের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সুস্থ চিন্তার বিকাশ থেকে তারা বর্জিত হচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণ আশু দরকার।

প্রশ্নপত্র ফাঁস নামক এই অবক্ষয়ের জন্য আমাদের কোমলমতি ছেলেমেয়েদেরকে তো আমরা সরাসরি দায়ী করতে পারি না। দায়ী হবেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত কুশীলবরা—প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী বা চোরেরা। যারা কেবল টু-পাইস হাতিয়ে নিতে ব্যস্ত। বিগত বছরগুলো থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। এছাড়াও ক্যাডারভুক্ত বিসিএস পরীক্ষা, এমনকি বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা যেমন, নার্সিং, অডিট বিভাগ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক কর্মকর্তা নিয়োগের পরীক্ষায়ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বাণিজ্য অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় ২০১৩-১৪ সালে এক জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছিল, এবং জড়িতদের মধ্যে কয়েকজনকে ধরাও হয়েছিল। ২০১৭ সালেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। জেএসসি পরীক্ষায়ও এবছর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। আরো বিস্ময়কর যে, কয়েকদিন আগে বরগুনাতে প্রথম শ্রেণির ও চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। ফলে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ২৪৮টি বিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করে দিয়েছেন। বিক্রমপুরেও ১১৯টি বিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। কারণ সেখানেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস? এটাও কি ভাবা যায়? সম্ভব হতে পারে?

প্রযুক্তির যুগে প্রশ্নপত্র ফাঁস সহজ হয়েছে। মোবাইল ফোনের অ্যাপসে মুহূর্তের মধ্যে প্রশ্ন স্থানান্তর কোনো ব্যাপারই নয়। অভিযোগ শোনা যায় যে, অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই এমনকি পরীক্ষার্থীরা স্বয়ং পরীক্ষার আগের দিন থেকে শুরু করে পরীক্ষার হলে ঢোকার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মোবাইল ফোনে ফাঁসকৃত প্রশ্নের আশায় অধীর আগ্রহ নিয়ে ক্ষণ গুনতে থাকেন। পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে অনেক পরীক্ষার্থীই বই-নোটবুকের উপরে শেষবারের মতো চোখ বুলানোর পরিবর্তে ফোনের দিকেই যেন বেশি মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে থাকেন। কখন ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্র মোবাইলে ভেসে আসবে সে আশায় এবং সেগুলোর সঠিক উত্তর যত দ্রুত কবজা করে পরীক্ষার হলে যেন ঢোকা যায়।

প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী বা চোরেরা বিবেকহীন। বিবেক নামক সত্যটি যেন প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের কাছে হারিয়ে গেছে। এদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও শাস্তি হয় না। কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই কেবল এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা লং টার্ম ব্রেইন ড্যামেজের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। রক্ষা পেতে পারে তাদের ভবিষ্যৎ।

● লেখক : বোস্টন, ইউএসএ থেকে
alamrowshon@gmail.com